সংবাদ

তারিখ 15 OCT 2002
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৬

রাঙ্গামাটিতে জনসংহতি পরিষদের স্মারকলিপি পেশ।

শিক্ষক নিয়োগ প্রশ্নে স্থায়ী বাসিন্দা সনদপত্র প্রদান প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে জনসংহতির প্রতিবাদ

পার্বত্য অঞ্চল প্রতিনিধি ঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ কর্তৃক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোয় প্রধান ও সহকারী শিক্ষক-শিক্ষিকা পদে নিয়োগের শর্ত হিসেবে জেলা প্রশাসক অথবা সার্কেল চিফের স্বীকৃত স্থায়ী বাসিন্দার সনদপত্র গ্রহণের যে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে, তা অবিলম্বে বাতিলপূর্বক শুধু সার্কেল চিফের স্বীকৃত সনদপত্র গ্রহণযোগ্য দেখিয়ে পুনঃ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি জারির দাবি জানিয়ে বলেছে, অন্যথায় কঠোর কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে।

সোমবার রাঙ্গামাটি জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ড. মানিক লাল দেওয়ানের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করে এ ঘোষণা দেয়া হয়। স্মারকলিপি প্রদানকালে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক চন্দ্র শেখর চাকমা, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি রাঙ্গামাটি জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক কে দীলিপ দেব, আদি ও স্থায়ী বাঙালি কল্যাণ পরিষদের আহ্বায়ক ইউসুফ আলম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। স্মারকলিপি

প্রতিবাদ ঃ পৃঃ ১১ কঃ ১

প্রতিবাদ ঃ জনসংহতি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

গ্রহণকালে জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ড. দেওয়ান বলেন, জনসংহতি সমিতির দাবিটি নিয়ে আলোচনার জন্য ১৬ই অক্টোবর জেলা পরিষদের জরুরি সভা আহ্বান এবং বিষয়টি অনতিবিলম্বে পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা হবে।

স্মারকলিপি প্রদানের আগে শিল্পকলা একাডেমী রাঙ্গামাটি জেলা শাখার সম্মুখভাগে আয়োজিত এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এখানে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি, কমিউনিস্ট পার্টি, আদি ও স্থায়ী বাঙালি কল্যাণ পরিষদ এবং পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। বক্তারা তাদের বক্তব্যে বলেন, ১৯৯৭ সালে সরকার ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে স্বাক্ষরিত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি অনুসারে ১৯৯৮ সালে সংশোধিত পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন এবং ১৯৯০ সালে প্রণীত পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইনে স্পষ্টভাবে লেখা আছে যে, সংশ্লিষ্ট মৌজার হেডম্যান/ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কিংবা ক্ষেত্রমতে পৌরসভা চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রদত্ত সার্টিফিকেটের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট সার্কেল চিফ স্থায়ী বাসিন্দার সনদপত্র প্রদান করবেন, ওই আইনের কোথাও জেলা প্রশাসক কর্তৃক স্থায়ী বাসিন্দা সনদপত্র প্রদানের বিধান রাখা হয়নি। কিন্তু রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ কর্তৃক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোয় প্রধান সহকারী শিক্ষক-শিক্ষিকা পদে জারিকৃত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে সার্কেল চিফের পাশাপাশি জেলা প্রশাসক কর্তৃক প্রদত্ত স্থায়ী বাসিন্দার সনদপত্রকেও বৈধতা দেয়া হয়েছে, অথচ ইতোপূর্বে খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ কর্তৃক কেবলমাত্র সার্কেল চিফ কর্তৃক প্রদত্ত সনদপত্র দ্বারা প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়েছে। বক্তারা আরও বলেন, জেলা প্রশাসক কর্তৃক প্রদত্ত স্থায়ী বাসিন্দার সনদপত্র বৈধতা দেয়ার ফলে একাধারে স্বাক্ষরিত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি লংঘিত হয়েছে এবং অন্যদিকে পার্বত্য জেলায় বহিরাগতদের স্থায়ী বাসিন্দার স্বীকৃতি পাওয়ার ক্ষেত্রেও সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এমতাবস্থায় ১৯শে অক্টোবরের মধ্যে জেলা প্রশাসক কর্তৃক স্থায়ী বাসিন্দার সনদপত্র প্রদানের বিধান বাদ দিয়ে কেবলমাত্র সার্কেল চিফ কর্তৃক স্থায়ী বাসিন্দার সনদ চেয়ে ওই তারিখের মধ্যে সংশোধনমূলক পুনঃনিয়োগ বিজ্ঞপ্তি জারি করা না হলে বৃহত্তর কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে।

এদিকে এ ব্যাপারে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের একটি সূত্র জানিয়েছে, পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক মন্ত্রণালয়ে ২০০১ সালে ১১ই জুন চাকরি ক্ষেত্রসহ সকল প্রয়োজনে ৩ পার্বত্য জেলার অধিবাসীদের স্থায়ী বাসিন্দা সনদপত্র প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ ঘোষণা প্রসঙ্গে যে সার্কুলার জারি করেছে তার ভিত্তিতেই এবারের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। সূত্র জানান, এ সার্কুলারে ৪নং স্তবকে স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে, 'যেহেতু পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন ১৯৮৯ ও উহার সংশোধনীতে পার্বত্য জেলার অধিবাসীদের সনদ প্রদানের বিষয়ে জেলা প্রশাসকদের ক্ষমতা রহিত/রদ করে কোন বিধান করা হয়নি। সেহেতু আইন মন্ত্রণালয়ের মতামতের অনুসরণে জেলা প্রশাসকের পাশাপাশি সার্কেল চিফগণও পার্বত্য জেলার অধিবাসীদের চাকরিসহ সকল প্রয়োজনে সনদপত্র প্রদান করতে পারবেন মর্মে পুনরায় নির্দেশ দেয়া হলো। তবে পার্বত্য জেলার অধিবাসী হিসেবে স্থায়ী বাসিন্দার সনদপত্র প্রদানের ক্ষেত্রে যথাযথ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। অর্থাৎ কোনভাবেই পার্বত্য জেলার বাসিন্দা নন এমন কাউকে স্থায়ী বাসিন্দার সনদ প্রদান করা যাবে না।' সূত্র আরও জানান, এখন জনসংহতি সমিতি যে দাবি তুলেছে, সে ব্যাপারে জেলা পরিষদের কিছু করার আছে বলে মনে হয় না।